ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ জি সিনে অ্যাওয়ার্ডে সেরার পুরস্কার পেলেন শাহরুখ-রানি

পৃঃ ৫

কোহলিকে নিয়ে ▶▶ বোর্ডের সঙ্গে রোহিতের দ্বন্দ্ব

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮১ ● কলকাতা ● ০৯ চৈত্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২৩ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কেজরীর জেলযাত্রা

তাঁর কর্মফল বলে জানিয়েছেন আন্না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একসময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন সমাজকর্মী আন্না হাজারের সঙ্গে। তাঁকে বলা হত আন্না হাজারের ভাবশিষ্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নেতা হয়ে উঠেছিলেন অরবিন্দ কেজরীবাল। দুর্নীতির বিরোধী আন্দোলন থেকেই জন্ম নিয়েছিল আম আদমি পার্টি। বৃহস্পতিবার (২১ মার্চ) রাতে, এহেন কেজরীবালই গ্রেফতার হয়েছেন দুর্নীতির দায়ে।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে তৎকালীন ইউপিএ-২ সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্না হাজারের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরীবাল। ২০১২ সালেই তিনি আম আদমি পার্টি গঠন করেছিলেন। আন্না অবশ্য রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিরোধী ছিলেন। ২০২১ সালের নভেম্বরে দিল্লির নয়াআবগারি নীতি চালু হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এই নীতি নিয়ে বিতর্ক ছিল। দিল্লির ততকালীন মুখ্য সচিব এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনাকে। আবগারি নীতিতে বেনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছিল। যা থেকে পরে সিবিআই এবং ইডি পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করে।দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী বলেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। একসময়ের ভাবশিষ্যের এই পতনে কী বলছেন আন্না? আন্না হাজারে জানিয়েছেন, অরবিন্দ কেজরীবাল আবগারি নীতি তৈরি করছেন দেখে তাঁর কষ্ট হয়। কেজরীর জেলযাত্রা তাঁর কর্মফল বলে জানিয়েছেন আন্না।

কেজরীবালের গ্রেফতারির বিষয়ে আন্না হাজারে বলেছেন,

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যে ফের উদ্ধার হল

রাশি রাশি টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের উদ্ধার হল রাশি রাশি টাকা। একদিকে, হাওড়া স্টেশন, অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে সব মিলিয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এরমধ্যে হাওড়া স্টেশনে ৫০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা সহ ৬ যাত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবং কোলাঘাটে ২০ লক্ষ টাকা সহ ৩ জনকে আটক করা হয়েছে।কোথা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে আসা হচ্ছিল? কী উদ্দেশ্যে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এদিন কোলাঘাটে এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারের পর খবর দেওয়া হয় বিডিওকে। পরে আয়কর দফতরে জানানো হয়। আয়কর দফতরের আধিকারিকরা ওই টাকার উৎস খোঁজার জন্য তল্লাশি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটের আগে একই দিনে রাজ্যের দুই জায়গা থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।জানা গিয়েছে,

এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী পড়শিদেশে পা রাখতেই

তাকে স্বাগতম জানালেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ভুটান সফরে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । যদিও সফরের কথা ছিল বৃহস্পতিবার। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে শেষমুহূর্তে বাতিল হয় সেই সফরসূচি। দিন বদলে আজ শুক্রবার ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য যে, লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ জারি করা হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি দলই তাদের নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীও বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন নির্বাচনের প্রচারের স্বার্থে। তাই অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফরকেও রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন। বিশেষ করে গেলবার বিধানসভা ভোটের সময় বাংলাদেশের মতুয়া তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার পর থেকেই এই নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এখন দেখার ভুটান থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জন্য কোন বিশেষ বার্তা দেন কিনা!প্রধানমন্ত্রী পড়শিদেশে পা রাখতেই তাকে স্বাগতম জানালেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।

এদিকে ভুটান সীমান্তে চিনের লালফৌজের কার্যকলাপ বেড়েছে। তাই চিনা ড্রাগনকে বাগে রাখতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই ঝটিকা সফর কূটনৈতিক দিক দিয়ে ভারী গুরুত্বপূর্ন। বিষয়টি সম্পর্কে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশ করা বিবৃতিতে বলা হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর থিম্পু

এরপর ৩ পাতায়

হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশে

ওপরেই ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশে ওপরেই ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি। আদালত চত্বরে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে, তা মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না তিনি। যেখানে সাধারণ মানুষ বিচারের আশায় যায়, সেই আদালত আরও বেশি সুরক্ষিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ।প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, কোর্ট চত্বর আরও বেশি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। আদালতের ঘরে মিটিং হতে পারে না। কোর্টের কর্মীরা আমাদের জন্য, আইনজীবীদের জন্য কাজ করেন। তাঁরাই যদি অসুরক্ষিত বোধ করেন, তাহলে আমরা কোথায় যাব? তিনি জানান, এবার থেকে আদালত কক্ষগুলি দুপুর দেড়টায় বন্ধ করে দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

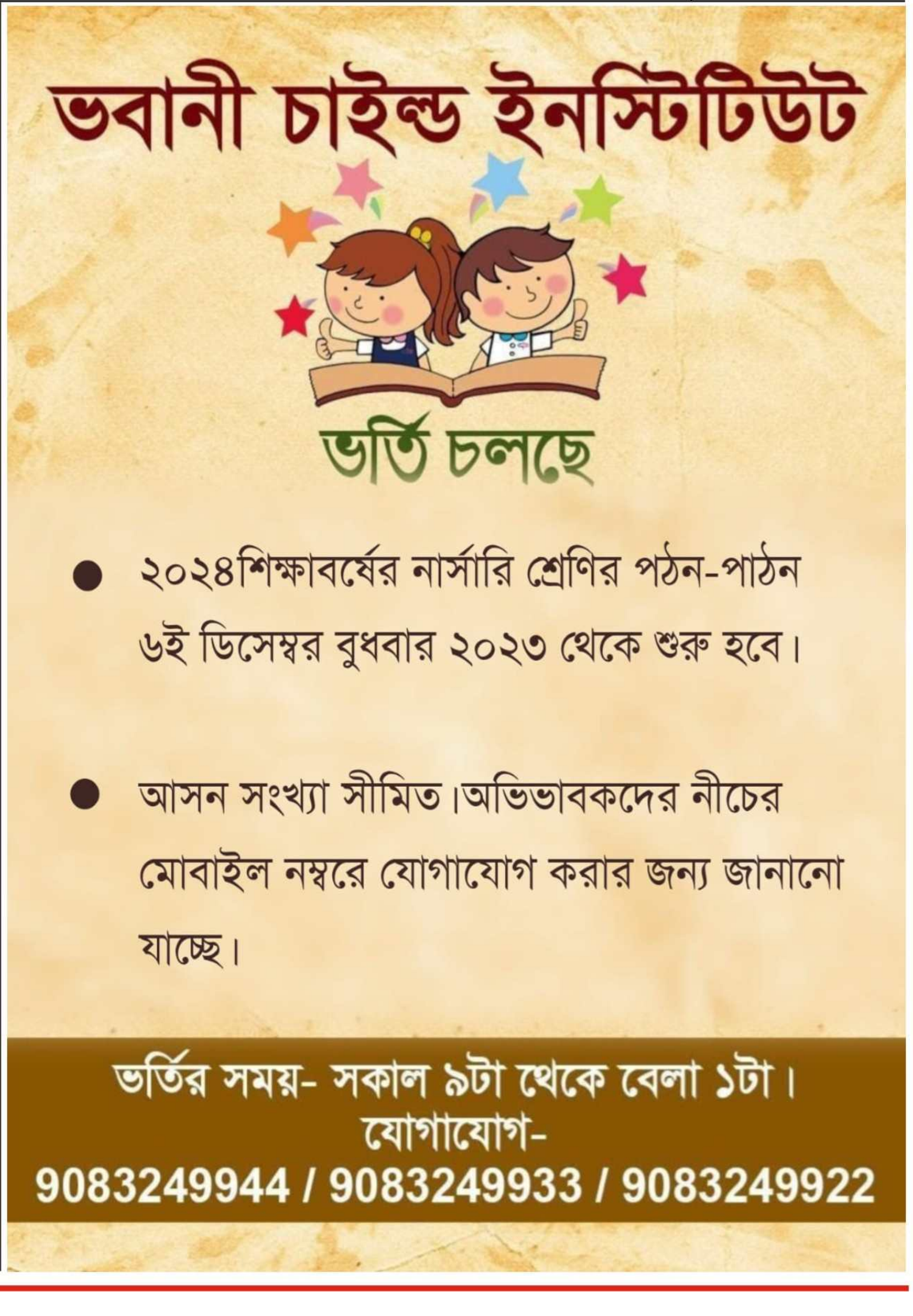

গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার সিলেক্টের শীর্ষ ২৫ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ঐশি সরকার

গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার ২০২৪-এ সারা ভারত থেকে ১০,০০০ টিরও বেশি এন্ট্রির প্রতিযোগিতামূলক পুলের শীর্ষ বিজয়ীদের সম্মানিত করা হবে।

Godrej L'AFFAIRE THE FUTURE OF LIFESTYLE

SELECT Enabling India's Content Creators

কলকাতা, ২১শে মার্চ ২০২৪: নিউজ সারাদিন : 'গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার সিলেক্ট'-এর উদ্বোধনী সংস্করণ, ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবক অনুসন্ধান প্রোগ্রাম অবশেষে এখানে। গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিগুলির বিলাসবহুল লাইফস্টাইলের মালিকানাধীন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার দ্বারা কিউরেট করা এই ইভেন্টটি ২৯শে মার্চ, ২০২৪-এ গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার ষষ্ঠ সংস্করণের শীর্ষ ২৫ বিষয়বস্তু নির্মাতাদের সম্মানিত করবে।

এই ব্যক্তিরা ভারত জুড়ে ২০০টি ভারতীয় শহর, ছোটো শহর এবং গ্রাম থেকে ১০,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের ছাড়িয়ে এসেছেন। বিয়ার বাইসেপ নামে পরিচিত ইন্টারনেট সেনসেশন রণবীর আল্লাহবাদিয়ার পরামর্শে, নির্বাচিত ২৫ জন নির্মাতাকে এখন একচেটিয়া গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার সিলেক্ট ক্রিয়েটরস গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি টিয়ার ২ এবং টায়ার ৩ শহর সহ সমগ্র ভারত থেকে বিষয়বস্তু নির্মাতা এবং সৃজনশীল প্রতিভাদের ক্ষমতায়ন করে, তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করার এবং ব্যাপক দর্শকদের সাথে সংযোগ করার একটি মূল্যবান সুযোগ প্রদান করে।

২০২৭ সালের মধ্যে স্রষ্টার অর্থনীতির মূল্য ইউ এস ডলার ৫০০ বিলিয়ন হবে বলে অনুমান করা হয়েছে, ভারত সোশ্যাল মিডিয়া সামগ্রী নির্মাতাদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম কেন্দ্রের শিরোনাম দাবি করতে প্রস্তুত। ২৮.২ বছর বয়সী একটি তরুণ জনসংখ্যার দ্বারা চালিত, এই নির্মাতারা আমাদের অর্থনীতিকে চালিত করতে, বৃদ্ধি চালনা করতে এবং ভোগের প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এই সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে, গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার গত বছর এই প্রতিশ্রুতি শুরু করেছিল, উদীয়মান প্রতিভা লালন করা এবং ভারতের যুবকদের দক্ষ করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিকশিত ভারত-এর দেশের ভিশনের সাথে নিজেকে সারিবদ্ধ করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া জুরি দক্ষতা থেকে উপকৃত হয়েছিল যার মধ্যে জীবনধারা, ভ্রমণ, বিলাসিতা, স্বাস্থ্য এবং অভিভাবকত্ব সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তানিয়া দুবাশ, এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর এবং প্রধান ব্র্যান্ড অফিসার, গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি বলেন "ডিজিটাল পিআর স্পেসকে আলিঙ্গন করা প্রথম ব্যক্তিদের মধ্যে গোদরেজ একজন, এবং আমরা অসংখ্য নির্মাতাদের তাদের যাত্রা শুরু করে এবং তারা আজ যে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে তা দেখার বিশেষ সুযোগ পেয়েছি। গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার সিলেক্ট-এর মাধ্যমে, আমরা "এর অভিজ্ঞতা এবং বোঝাপড়ার ব্যবহার করি পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিভাকে ক্ষমতায়ন করে স্রষ্টার অর্থনীতিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিবর্তিত স্রষ্টার ল্যান্ডস্কেপ। আমি ল'অ্যাফেয়ার ২০২৪-এ শীর্ষ ২৫ উদীয়মান বিষয়বস্তু নির্মাতাদের সাথে দেখা করার অপেক্ষায় রয়েছি", । রণবীর আল্লাহবাদিয়া, মেন্টর, গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার সিলেক্ট বলেন "নির্মাতা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগী একজন হিসাবে, আমি গোদরেজ ল'অ্যাফেয়ার নির্বাচন সম্পর্কে অবিশ্বাস্য ভাবে উত্তেজিত। বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কাঁচা প্রতিভা খুঁজে পেতে এবং লালন করার জন্য প্রোগ্রামটির প্রতিশ্রুতি সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি বিশ্বাস করি এই নির্মাতাদের পরবর্তী প্রজন্মের বিষয়বস্তু লিডার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমি তাদের যাত্রা প্রত্যক্ষ করার এবং ল'অ্যাফেয়ার ২০২৪-এ তাদের অভিনন্দন জানাতে আগ্রহী", । ১০,০০০ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নির্মাতা একটি কঠোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আমরা ব্র্যান্ডের সহযোগিতা, ধারাবাহিক পোস্টিং, সত্যতা, পৃষ্ঠার নান্দনিকতা, ব্যস্ততা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ইত্যাদির মতো পরামিতি গুলি দেখেছি। সংখ্যার বাইরে, প্রকৃত বিষয়বস্তু তৈরির আবেগ, ইংরেজি/হিন্দি সাবলীলতা, ভিডিও দক্ষতা এবং ইভেন্টে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা সতর্কতার সাথে ১০০ টি এন্ট্রি সিফট করেছি যা সাধারণ পাবলিক পোল এবং একটি বিচক্ষণ জুরির চূড়ান্ত রায় উভয়ের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বিষয়বস্তু তৈরির পরিবেশ সর্বদা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সত্যতা সংক্রান্ত সমস্যায় পরিপূর্ণ ছিল, এই তিন-স্তরীয় পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন নিশ্চিত করেছে এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত শীর্ষ ২৫টি কন্টেন্ট প্রতিনিধিত্বকারী নির্মাতাদের মধ্যে রয়েছে ওড়িশার অশ্বিতা বেহেরা, দেরাদুন-এর মানিক কৌর, দিল্লি থেকে গৌরব তোমর, জাহ্নবী বাত্রা, এবং আদিত্য পানওয়ার, গোয়ার অক্ষয় অমৃত ভলভোইকার, হিমাচল প্রদেশের দেওন ডেমাউন্ট, জম্মু থেকে প্রণি মাগোত্রা এবং মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন একটি দল সাগর কাদ্রেকার, আনন্দিতা বক্সী, আয়েশা লাখানি, সনিকা পয়েকার, শোয়েব আলী, যোগিতা নায়েক, রূপেশ জাদওয়ানি, পায়েল আগরওয়াল মুখার্জি এবং নিধি চৌহান। এছাড়াও, রাজস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেন কৃতিকা খারা এবং প্রাচি জৈন ,উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন আমিশা সিনহা, বৈভব নভলানি, সাক্ষী দীক্ষিত, স্বাতী সোধি এবং দেবাংশী বাজাজ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী এই তালিকায় রয়েছেন ঐশী সরকার।

রাজ্যগুলির এই বৈচির্ত্যময় সংমিশ্রণটি জাতীয় স্তরে উদীয়মান প্রতিভাকে লালন করার জন্য গোদরেজ-এর উতসর্গের উপর জোর দেয়, সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়বস্তু নির্মাতাদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় হাব হিসাবে ভারতের অবস্থান কে আর ও শক্তিশালী করে। রণবীর আল্লাহবাদিয়ার দক্ষতার দ্বারা পরিচালিত এবং গোদরেজের সমর্থন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এই ২৫ জন ব্যক্তি বিষয়বস্তু তৈরির ল্যান্ডস্কেপে একটি অদম্য চিহ্ন রেখে যাওয়ার জন্য ভাল অবস্থানে রয়েছেন।

অযোধ্যার লতা মঙ্গেশকর চকে

স্বয়ং রাম সিতার কাছেই বাউল গানে জগতের মঙ্গল শান্তি কামনায় স্বপন দত্ত

নিউজ সারাদিন, রাম মন্দিরে রাম লালার মুর্তি প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে যাওয়ার সৌভাগ্য না হলেও প্রভু শ্রী রামের আশীর্বাদেই স্বপন দত্ত ব্যাবস্থা হলো। রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য এই শিল্পীকে নিখরচায় যাওয়া আসা থাকা খাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিলেন কেন্দ্র সরকারের পক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

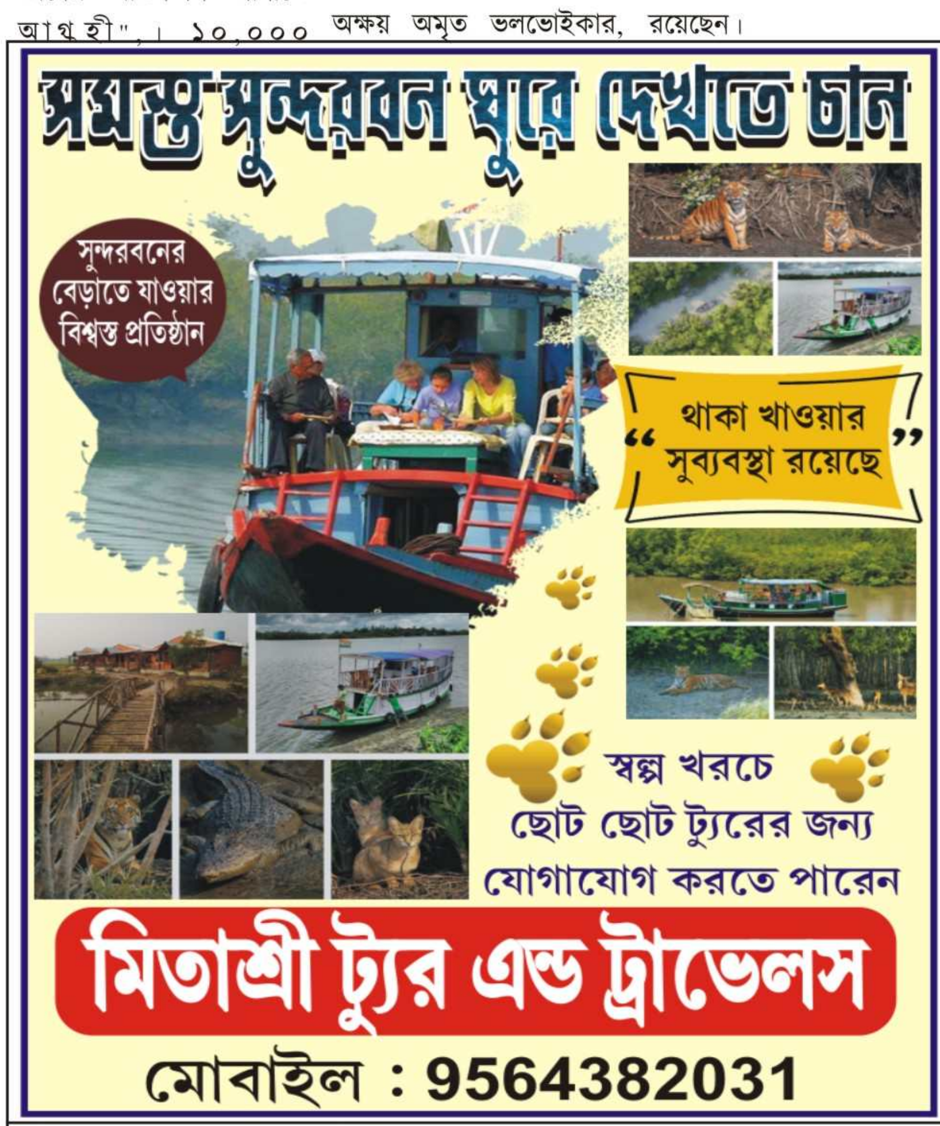

ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালির

জেলিয়াখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাল কাছারী এলাকায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের উত্তপ্ত বসিরহাটের সন্দেশখালির জেলিয়াখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাল কাছারী এলাকায়। শুক্রবার সকাল থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের। মূলত অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কিছু নেতাদের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখলের অভিযোগ তুলে সকাল থেকেই মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে ।কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে সিবিআই আধিকারিকরা বসিরহাট মহকুমা আদালতের নিয়ে আসেন। শেখ শাহজাহানের ও তার ভাই আলমগীরের পাশাপাশি বাকিদেরও সিবিআই শুক্রবার হেফাজতে নিতে পারে বলে আদালত সূত্রে খবর। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালি পরিদর্শনে যান বিজিপি নেত্রী তথা প্রাক্তন পুলিশকর্তা ভারতী ঘোষ ও রাজ্য মহিলা মোর্চার নেত্রী ফালগুনী পাত্র। সেখানে গিয়ে তারা নির্যাতিতা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন।ঘটনাস্থলে সন্দেশখালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে বিক্ষোভকারী দের সঙ্গে কথা বলেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প লিখিত ভাবে অভিযোগ জানতে বলেন পুলিশ প্রশাসন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা। এরপর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয়। এদিকে, সন্দেশখালিকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া শেখ শাহজাহান ও তার ভাই শেখ আলমগীর সহ, জিয়াউদ্দিন মোল্লা, মাফুজার মোল্লা, সিরাজুল মোল্লা, সহ মোট ৯ জনকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতের পেশ করা হয়।

উত্তরপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে

বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গার্ডেনরিচ কাণ্ডের ক্ষত এখনও টাটকা। এরই মাঝে হুগলির উত্তরপাড়ার১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। আইনের তোয়াক্কা না করে সাততলা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি। যা আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।এই বিতর্কিত বাড়ি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব জানান, তাঁরা ইতিমধ্যেই ওই বাড়িটির বেআইনি নির্মাণের অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি করেছেন। পুরসভায় একটি হিয়ারিং ও ডাকা হয়। এখন মানুষের প্রশ্ন, গার্ডেনরিচের ঘটনার পর কি আদৌও ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? পুরসভা কি শুধুমাত্র বেআইনি অংশ ভাঙার নির্দেশ দিয়েই দায় সারতে পারে? প্রসঙ্গত, ১৭ মার্চ কলকাতার গার্ডেনরিচে ঘটে গিয়েছে ভয়ংকর কাণ্ড। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে নির্মীয়মাণ বহুতল। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের।গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠছে।একই ছবি উত্তরপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বি কে স্ট্রিটের। বছরখানেক আগে ওই এলাকায় একটি একতলা বাড়িতে রাতারাতি কাজ শুরু করা হয়। তা সাততলা হয়ে যায় চোখের নিমেষে। অভিযোগ, ওই বাড়িটিকে সাততলা করার কোনও বৈধ অনুমতি নেই। গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর ওই বাড়ি নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের প্রশ্ন, কীভাবে পুরসভার অনুমতি ছাড়া এই বেআইনি নির্মাণ হল? এই ঘটনায় পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি থেকে ট্যাক্স আদায়ের দিকে পুরসভার নজর থাকলেও বেআইনি নির্মাণের বিষয় উদাসীন পুর-প্রশাসন।

বিলম্বিত প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে

বিজেপির মধ্যে জল্পনার শেষ নেই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অধিকাংশ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হবে বলে দাবি করেছিল বিজেপি। সে পর্ব শুরুও হয়েছিল। কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। ২ এপ্রিল প্রথম তালিকায় দেশের ১৯৪টি আসনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২০টি আসন ছিল। যদিও তার মধ্যে একটি আসনের প্রার্থী নিজের থেকেই সরে দাঁড়িয়েছেন।বিজেপির অন্দরে যা আলোচনা, তাতে কলকাতা উত্তরের প্রার্থী তৃণমূল থেকে যাওয়া তাপস রায় হলেও কলকাতা দক্ষিণে এখনও নানা নাম নিয়ে জল্পনা। একই অবস্থা ডায়মন্ড হারবার নিয়েও। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কাকে প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। দলের একটা অংশ চাইছেন ২০১৪ সালের প্রার্থী অভিজিত দাসকে আবার টিকিট দেওয়া হোক। বিজেপি যে আসনগুলি নতুন করে জিততে পারে বলে দলীয় নেতৃত্বের আশা, সেখানেও প্রার্থী হওয়া নিয়ে অনেক লড়াই। সেই তালিকায় রয়েছে আরামবাগ, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসতের মতো আসন। শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন জামাই কবীররঞ্জন বোসের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো। তবে বিজেপির জয়ের স্বপ্ন দেখা তমলুক আসনে প্রার্থীঘোষণা না হলেও প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে সিলমোহর পড়ে গিয়েছে। একই ভাবে বীরভূম আসনের প্রার্থী হিসাবে চূড়ান্ত হতে পারে বিজেপির আদি নেতা দুধকুমার মণ্ডলের নাম। বাংলায় বিজেপির শৈশব থেকে গত পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত যিনি জিতেছেন। তবে অন্য একটি মহলের বক্তব্য,বীরভূমে সদ্য পদত্যাগী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরকেও প্রার্থী করা হতে পারে।ফলে রাজ্যের ২৩টি আসনের প্রার্থীর নাম এখনও ঘোষণা বাকি। দ্বিতীয় দফায় ১৩ মার্চ দেশের ৭২টি আসনের প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করা হলেও তাতে বাংলার একটি আসনও ছিল না। বৃহস্পতিবারের তৃতীয় তালিকাতেও বাংলা নেই! বিজেপি সূত্রে যা জানা গিয়েছে, তাতে এখনও পর্যন্ত বাংলার কয়েকটি আসনের প্রার্থীর নাম নিয়ে দলের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সম্প্রতি এ নিয়ে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই বৈঠকে কয়েকটি আসন নিয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় শেষ সিদ্ধান্ত তাঁরাই নেবেন বলে জানিয়ে দেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। এখন যা জানা যাচ্ছে, তাতে সপ্তাহান্তে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি আরও

এরপর ৩ পাতায়

হাইকোর্টের আইনজীবীদের

একাংশে ওপরেই ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

হবে, আবার দুটো খুলে দেওয়া হবে। ফের বিকেল পাঁচটায় বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আইনজীবীদের সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি বলেন, “যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের সবার নাম চাই রাতের মধ্যে। নাহলে লার্জার বেঞ্চে এই ধরনের একটা মামলা চলছে সেখানে পাঠিয়ে দেব।” এজিকেও নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।যে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অবিলম্বে তাঁদের নামও জানতে চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি। আদালতের কর্মীদেরই হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আইনজীবীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার জেনারেলের ঘরে ঢুকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

শুক্রবার সকালে একটি মামলা চলাকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তীকে দেখে ওই আইনজীবীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, “আইনজীবী হয়ে আদালতের কর্মীদের হুমকি কেন? বাড়াবাড়ি করলে লার্জার বেঞ্চে বিষয়টা জানাব।” আদালত চত্বরে রাজনৈতিক দলের বৈঠক হতে পারে না বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি।ঠিক কী অভিযোগ? মূলত বিজেপির লিগাল সেলের আইনজীবীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার জেনারেলের ঘরে ঢুকে একদল আইনজীবীর অভব্য আচরণ করেছেন। কোর্টরুমের মধ্যে মিটিং করার দাবি জানিয়েছেন। তাতে বাধা দেওয়াতেই হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে কীভাবে হুমকি দেওয়া যেতে পারে? তাতেই বিরক্ত প্রধান বিচারপতি। ওই আইনজীবীরা রেজিস্ট্রার জেনারেলের পিএ, ডিএ- কে হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ।

ইতিমধ্যেই দুই আইনজীবীর নাম জানতে পেরেছেন প্রধান বিচারপতি। তাঁরা হলেন, ফ্লাগুনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেশ শাহ। এর মধ্যে ফ্লাগুনী বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত সদস্য। এ কথা শুনে এএসজি অশোক চক্রবর্তী বলেন, “খুব দুর্ভাগ্যজনক। আমি নিজে বিষয়টি দেখব।”প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, কোর্ট চত্বর আরও বেশি সুরক্ষিত হওয়া উচিত। আদালতের ঘরে মিটিং হতে পারে না। কোর্টের কর্মীরা আমাদের জন্য, আইনজীবীদের জন্য কাজ করেন। তাঁরাই যদি অসুরক্ষিত বোধ করেন, তাহলে আমরা কোথায় যাব? তিনি জানান, এবার থেকে আদালত কক্ষগুলি দুপুর দেড়টায় বন্ধ করে দেওয়া হবে, আবার দুটো খুলে দেওয়া হবে। ফের বিকেল পাঁচটায় বন্ধ করে দেওয়া হবে।

১-ম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী পড়শিদেশে পা রাখতেই তাকে স্বাগতম জানালেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে

সফরে মূলত 'Neighbour First' অর্থাৎ 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো উন্নত করাই লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর। জানিয়ে রাখি ভুটান সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় সহযোগিতায় নির্মাণ হওয়া অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং শিশু চিকিৎসা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করবেন। লোকসভা ভোটের আগে ভুটানে যাওয়ার পরিকল্পনা বৃহত কূটনৈতিক পদক্ষেপ।

আপনাদের জানিয়ে রাখি যে, ভুটানে গত জানুয়ারি মাসেই সাধারণ নির্বাচন হয়। আর সেখানে নিজেদের হাতের পুতুল এমন কাওকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল বেজিং। কিন্তু সেইসমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় বসেন ভারতের বন্ধু শেরিং। এমতবস্থায় লোকসভা ভোটের আগে ভুটানে গিয়ে চিনের উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

১-ম পাতার পর

রাজ্যে ফের উদ্ধার হল রাশি রাশি টাকা

বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া স্টেশনে ডাউন নিউ দিল্লি-হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালায় জিআরপি। সেখানে কয়জনের ব্যাগ থেকে এই প্রচুর পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ধৃত ৬ যাত্রীর নাম হল- মোহম্মদ দানের (২৯), সৈয়দ আসিফ (৫৩), জিসান খান মিরাজ (৩৪), বিশ্বনাথ জানা (৩৮), সৌমেন জানা(২৯) ও মুদিত রস্তগি (৪২)। এদের মধ্যে বিশ্বনাথ জানা ও সৌমেন জানা পুরনো মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার বাসিন্দা এবং বাকি ৪ জন লখনউয়ের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, তারা রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। যদিও তাদের দাবি, তারা এই পরিমাণ টাকা নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। তবে এর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি তারা। এরপরে জিআরপি তাদের গ্রেফতার করে। পরে ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। কী উদ্দেশ্যে তারা এত পরিমাণ টাকা নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন? তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, এই ঘটনাটির পরেই পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থেকে ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। ভোটের আগে কোলাঘাট থানায় নাকা তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সেই নাকা তল্লাশির সময় একটি প্রাইভেট গাড়ি আটকায় পুলিশ। গাড়ির যাত্রী এবং চালকের কথায় অসঙ্গতি দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপরে গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এই টাকা উদ্ধার হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ জনকে আটক করে পুলিশ।

স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ একটি বিশেষ কম্যান্ডো ফোর্স যারা

প্রধানমন্ত্রী সহ তার পরিবারের সুরক্ষা দেয় দেশে এবং বিদেশেও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের এমন এক কম্যান্ডো ফোর্স সম্পর্কে আলোচনা করব আজ যাদের সামনে জেমস বন্ড, এথান হান্ট ও নিশ্চিত ভাবে টিকতে পারবে না। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকা এসপিজি বা স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ কম্যান্ডো ফোর্স।প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় এত খরচ হয় কারন প্রধানমন্ত্রী কোন দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তার উপর অ্যাটাক হলে পুরো দেশের বদনাম হয়, সবাই বলবে এই দেশের সিকিউরিটি ব্যবস্থা ভাল নয়। এর প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতি, বিনিয়োগে। প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশ সফরে যান তখনও এসপিজি ওনার সাথেই থাকেন।সবার প্রথমে জানা দরকার এসপিজি কী?? কারা এসপিজি? স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ একটি বিশেষ কম্যান্ডো ফোর্স যারা প্রধানমন্ত্রী সহ তার পরিবারের সুরক্ষা দেয় দেশে এবং বিদেশেও।কারন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখবেন যে ইতিহাসে প্রায় বড় বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির উপরই প্রধান আক্রমণ হয়েছে। এর উদাহারন ভারতেই আছে রাজীব গান্ধী। ১৯৮৯ এর আগে পর্যন্ত নিয়ম ছিল শুধু প্রধানমন্ত্রীকেই এই বিশেষ সিকিউরিটি দেওয়া হত। ১৯৮৯ এর পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না ফলে তার বিশেষ সুরক্ষা ছিল না, ১৯৯১ সালে মে মাসে রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কা যান সেখানে তাকে বোম্ব দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং এসপিজির গুরুত্ব এখানেই। এরপর নতুন নিয়ম হয় ১৯৯১ সাল থেকে যে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি বিপক্ষ দলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকেও এই সিকিউরিটি দেওয়া হত। ২০১৯ এর পর নতুন আইন তৈরি হয় এবং নিয়ম হয় শুধু প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারকেই এই সুরক্ষা দেওয়া হবে।

সুতরাং ১৯৯১ এর পর থেকে এই সিকিউরিটি ব্যবহার করে আসা গান্ধী পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্ব থেকে এসপিজি কে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বদলে ওয়াই ও জেড ক্যাটেগরির সুরক্ষা দেওয়া হয়। এই নিয়ে তখন কংগ্রেস সরকার ঝামেলাও করেছিল। এসপিজির তে কাউকে নিযুক্ত করবার আগে দুটো দিক দেখা হয় "জিরো এরর" অর্থাত কোন ভুল নয় কারন একটি ভুল প্রধানমন্ত্রীর জীবন সংকটে ফেলতে পারে এবং কালচার অফ এক্সসিলেন্স অর্থাত এসপিজি তে যাদের নিযুক্ত করা হয় তারা বিভিন্ন ফোর্স থেকে আসে যেমন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ, ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ বা আইটিবিপি, এই সব ফোর্সের সবচেয়ে উত্তম ব্যাক্তিকেই এসপিজি কম্যান্ডো হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এদের অত্যন্ত কঠিন কম্যান্ডো ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে উঠে আসতে হয় যেমন ৩৬-৪০ ঘন্টায় মাত্র ২ ঘন্টা ঘুম, এই সময়ে কোন খাবার পর্যন্ত না,এরকম প্রচুর কঠিন ট্রেনিং দেওয়া হয় আসল যুদ্ধের ময়দানের পরিস্থিতি অনুযায়ী।

এসপিজি কম্যান্ডো যে হয় তার নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হয়, সে কোন সোশ্যাল মিডিয়া সহ পাবলিকলি কোন বক্তব্য রাখতে পারবে না। এর নিজেদের পরিচয় এতটাই গোপন রাখে যে পাশের ব্যাক্তিটিও টের পায় না। সাধারণত শীতকালে এসপিজি কম্যান্ডোদের ড্রেস কোড হয় কালো ব্লেজার সুট এবং গ্রীষ্মকালে সাফারি সুট।

এবার জানা যাক এসপিজির গঠন কখন হয়? ১৯৮৪ সালের আগে এই দায়িত্ব পালন করত দিল্লি পুলিশ কিন্তু ১৯৮৪ সালে অপারেশন ব্লু স্টারের পর ইন্দিরা গান্ধী কে হত্যা করার পর পুরো ঘটনা বদলে যায়। কারন ইন্দিরা গান্ধী সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তাকে তারই সিকিউরিটি অফিসাররা হত্যা করে। এরপর বীরবল কমিটির সুপারিশে ১৯৮৫ সালে এসপিজি গঠন করা হয়, ১৯৮৮ সালে এসপিজি কে অ্যাক্টিভ করা হয়। তখন শুধু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকেই এই

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

বিলম্বিত প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিজেপির মধ্যে জল্পনার শেষ নেই

কয়েকটি আসনে সিলমোহর দিতে পারে। তার পরেই ঘোষণা। এর আগে দু'টি তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকের পর দিন প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হয়েছে। সেই হিসাবে তার পরে পরেই বাংলার বাকি ২৩ প্রার্থীর মধ্যে কয়েক জনের নাম জানা যেতে পারে। বিজেপি সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব চাইছেন প্রথম চারটি দফা নির্বাচনের প্রার্থীদের নাম আগে চূড়ান্ত করে ঘোষণা করে দিতে। বকি তিনটি দফার ঘোষণা পরে করা হতে পারে।এই পরিস্থিতিতে সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের যাওয়ার কথা শনিবার দুপুরে। সন্ধ্যায় বা বেশি রাতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির নেতাদের সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হতে পারে।বিলম্বিত প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিজেপির মধ্যে জল্পনার শেষ নেই। বিজেপি নেতারাই রসিকতা করে বলছেন দলের নাম এখন 'ভারতীয় জল্পনা পার্টি'। সব চেয়ে বেশি জল্পনা ২০১৯ সালে জেতা সেই আসনগুলি নিয়ে, যেগুলির প্রার্থীর নাম এখনও অঘোষিত। উত্তরবঙ্গে গত লোকসভা নির্বাচনে একটি ছাড়া সব আসনেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এ বার জেতা আসনের মধ্যে তিনটির প্রার্থীর নাম এখনও জানা যায়নি। দার্জিলিং আসন থেকে এ বার প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে প্রার্থী করা হবে বলে অনেক দিন ধরেই জল্পনা রয়েছে। এমনও শোনা গিয়েছে যে, শ্রিংলা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পছন্দের প্রার্থী। তবে ওই আসনের বর্তমান সাসংদ রাজু বিস্তার কী হবে, তা নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। রাজু ওই আসন ছাড়তে নারাজ। বিজেপি সূত্রে যা জানা গিয়েছে, তাতে রাজুকে সরতে হলে তিনি বাংলা নয়, নিজের রাজ্য মণিপুর থেকে প্রার্থী হতে পারেন। এই জটিলতায় তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা প্রচার শুরু করে দিলেও এখনও পর্যন্ত হাত গুটিয়ে পদ্মের কর্মীরা। চুপচাপ জোটসঙ্গী বিমল গুরুংয়ের দলও।গত বছর জলপাইগুড়ি আসন থেকে বিজেপির চিকিতসক প্রার্থী জয়ন্তকুমার রায় ১ লাখ ৮০ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছিলেন। তবে গত বিধানসভা নির্বাচনে ওই আসনের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার মধ্যে মাত্র তিনটিতে জয় পায় বিজেপি। এখনও পর্যন্ত এই আসনের প্রার্থীর নাম কেন ঘোষণা করা হয়নি, তা নিয়েও অনেক জল্পনা চলছে। পাশের আসন আলিপুরদুয়ারে গত বিধানসভায় সবক'টি আসনেই জিতেছিল বিজেপি। অথচ সেই আসনের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লাকে এ বার টিকিটই দেওয়া হয়নি।বার্লাকে ঘিরে তেমন জল্পনা না থাকলেও তা রয়েছে রায়গঞ্জ আসন থেকে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া দেবশ্রী চৌধুরীকে নিয়ে। গত বিধানসভার ফল এবং রায়গঞ্জের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূলে চলে যাওয়ার পরে ওই আসন 'কঠিন' বিজেপির কাছে। সেই কৃষ্ণই দিল্লিবাড়ির লড়াইয়ে রায়গঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী। ২০১৯ সালে সিপিএমের মহম্মদ সেলিম এবং কংগ্রেসের দীপা দাশমুন্সির মধ্যে ভোট কাটাকাটি হওয়ায় জয়ী দেবশ্রী আগে থেকেই আসন বদলের আর্জি জানিয়েছিলেন দলের কাছে। দাবি ছিল দমদম আসনের। কিন্তু বিজেপি সূত্রে যা জানা গিয়েছে, তাতে দমদম আসন থেকে প্রার্থী হতে পারেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া শীলভদ্র দত্ত। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেবশ্রীকে কলকাতা দক্ষিণে প্রার্থী করতে চাওয়ায় তিনি নাকি রায়গঞ্জেই দাঁড়াতে রাজি বলে জানিয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কী সিদ্ধান্ত নেবেন, তা রাজ্যের নেতারা কেউই ঠিক করে বলতে পারছেন না।২০১৯ সালে জেতা দক্ষিণবঙ্গে পাঁচটি আসনের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেনি বিজেপি। এর মধ্যে আসানসোলে ভোজপুরি শিল্পী পবন সিংহের নাম ঘোষণা করা হলেও নিজের থেকে সরে গিয়েছেন তিনি। সেখানে স্থানীয় কাউকে টিকিট দেওয়া হতে পারে। মেদিনীপুর আসনে দিলীপ ঘোষ এবং ভারতী ঘোষের লড়াই নিয়েও নানা জল্পনা। শেষ পর্যন্ত দিলীপকে বর্ধমান দুর্গাপুর আসনে সরানোর সিদ্ধান্ত হলেও সেখানকার সাংসদ সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালাকে কোন আসন দেওয়া হবে, তা নিয়ে চলছে জলঘোলা। আরও এক জয়ী সাংসদকে প্রার্থী করতে চাইছে না বিজেপি। পদ্মশিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম আসন থেকে সাংসদ কুনার হেমব্রমকে সরিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিকিতসক প্রণব টুডুকে প্রার্থী করা হতে পারে। প্রার্থী হতে পারবেন না বুঝে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণাও করে দিয়েছেন কুনার। এ ছাড়া রইল ব্যারাকপুর। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়ে ফিরে আসা অর্জুন সিংহকে প্রার্থী করা হবে কি না, তা নিয়ে দলের মধ্যে যতই বিতর্ক তৈরি হোক, সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আপাতত অর্জুনের দখলেই থাকছে রণক্ষেত্র ব্যারাকপুর।

১ পাতার পর

কেজরীর জেলযাত্রা তাঁর কর্মফল বলে জানিয়েছেন আন্না

“অরবিন্দ কেজরীবাল এক সময় আমার সঙ্গে কাজ করতেন। সেই সময়, তিনি মদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন। সেই তিনিই এখন আবগারি নীতি তৈরি করছেন দেখে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। নিজ কাজের জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু তিনিই বা কী করবেন? ক্ষমতার সামনে কেউ কিছু করতে পারে না। গ্রেফতার হয়েছেন, এখন যা হবে আইন অনুযায়ী হবে। দিল্লির আবগারি নীতি নিয়ে আমি তাঁকে দুবার চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু কেজরীবাল সেই সময় আমার কথা শোনেননি। কেজরীবাল এবং মণীশ সিসোদিয়া আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের সর্বদা দেশের কল্যাণে কাজ করতে বলেছিলাম। কিন্তু তাঁরা সেই কথা মাথায় রাখেননি। আমি এখন আর তাঁকে কোনও উপদেশ দেব না।”

অনেক পড়ুয়ারাই রয়েছেন

যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় পড়ুয়াদের অতিরিক্ত মদ্যপান না করা বা মাদকাসক্ত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন পেপসি প্রাক্তন সিইও ইন্দ্রা নুই। সম্প্রতি নিউইয়র্কে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেই পোস্টে সতর্কবার্তা জারি করেছেন পেপসির প্রাক্তন সিইও।উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে একাধিক পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত জানুয়ারি মাসে ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অকুল ধাওয়ানের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পরে জানা যায়, অতিরিক্ত মদ্যপানই ছাত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী। পাশাপাশি জর্জিয়াতে বিবেক সাইনি নামে এক ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মাদক সেবনের ফলেই ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়ানায় সমীর কামাত নামে এক ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল।ভিডিও বার্তায় পেপসির প্রাক্তন সিইও ইন্দ্রা নুই আমেরিকায় পড়তে আসা ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে জানান, 'আপনারা অনেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে এসেছেন। সম্প্রতি বেশ কিছু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ভারতীয় পড়ুয়ারা সরাসরি জড়িত রয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। আমি ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, আইন মেনে চলুন। রাতের বেলা একা কোথাও যাবেন না। অতিরিক্ত মদ্যপান করা বা মাদকাসক্ত হয়ে পড়বেন না। যদি এই সব কাজ করেন, তাহলে আপনি নিজেই বিপদ ডেকে আনবেন।' একইসঙ্গে পেপসির প্রাক্তন সিইও জানান, অনেক পড়ুয়ারাই রয়েছেন যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু আমি তাদের বলব আমেরিকার আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে। প্রথমে আমেরিকায় এসে পড়ুয়াদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যেহেতু ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি অনেকটাই আলাদা, তাই ভারতীয় পড়ুয়াদের প্রথমদিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি জানান, যদি কেউ আমেরিকায় এসে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে পার্ট টাইম কাজ করতে চায়, তাহলে তাঁর ভিসার ধরণ কেমন সেই সম্পর্কেও সম্যক ধারনা থাকা প্রয়োজন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮১ সংখ্যা ২৩ মার্চ, ২০২৪ শনিবার ০৯ চৈত্র, ১৪৩০

শহরে এক যোগে

ইডি ও আয়কর হানা চলছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শহরে এক যোগে ইডি ও আয়কর হানা চলছে। প্রায় ৫১ ঘণ্টা পার। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে এখনও আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। বুধবার ভোর ৬টা থেকে শুরু হয়েছে আয়কর দফতরের এই তল্লাশি অভিযান। আয়কর ফাঁকি এবং আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগেই এই তল্লাশি অভিযান বলে খবর।অন্যদিকে এদিন সকাল সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলছে ইডির হানা। সূত্রের খবর, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি প্রসন্ন রায়ের বাড়ি ও অফিসে একযোগে তল্লাশি চালায় এজেন্সি। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিও উদ্ধার করে তারা। এছাড়া ইডি হেফাজতে থাকাকালীন প্রসন্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে সমস্ত তথ্য ইডি পেয়েছিল, সেই সমস্ত তথ্যের হদিশ পেতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে বলে সূত্র মারফত খবর।গত বুধবার ৬ জায়গায় আয়কর হানা দেয়। তালিকায় স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়ির পাশাপাশি ছিল স্বরূপের স্ত্রী তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের কার্যালয়ও। পাশাপাশি রানা সরকার নামে এক নির্মাণ ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা দেন আইটি আধিকারিকরা। তিনি স্বরূপ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

সম্পাদকীয়

দেশের জনগণের নয়, ভারতের সমর্থনে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় টিকে আছে

ভারতীয় পণ্য বয়কটের নামে বিএনপি দেশের বাজারব্যবস্থা অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করছে। এই অভিযোগ তুলে বিএনপির নেতাদের কড়া ভাষায় তোপ দাগলেন আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক তথা সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডিতে আওয়ামি লিগের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলন খালেদা জিয়ার দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি ।বলে রাখা ভালো, গত বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি ভারতীয় পণ্য বর্জনের সমর্থনে বক্তব্য দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, “আওয়ামি লিগ ভারতের সহযোগিতায় নির্বাচনের নামে তামাশা করেছে। এটা বুঝতে পেরে বাংলাদেশের জনগণ ভারতীয় পণ্য বর্জন করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ভারতীয় পণ্য বর্জনকে আমরা যৌক্তিক মনে করি। দেশের জনগণের নয়, ভারতের সমর্থনে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় টিকে আছে। তাদের ক্ষমতায় থাকতে তলেতলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারত বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে নয়, আওয়ামি লিগের পক্ষে। ভোটাধিকার হরণ, গণতন্ত্র হত্যা, গুম খুন ও অবিচারের জন্য ভারত দায়ী বলে জনগণ মনে করে। জনগণ তাঁদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে ভারতীয় পণ্য বর্জন করে।” দেশজুড়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাকে বিএনপিকে সমর্থন জানিয়েছে আরও প্রায় ৬২টি দল। উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের জাতীয় সাধারণ নির্বাচন। যা বয়কট করেছিল প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। খালেদা জিয়ার দলের অভিযোগ ছিল, ভারতের সমর্থন ও অঙ্গুলিহেলনেই ভোট করাচ্ছে হাসিনা সরকার। এইবারের নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে টানা তিনদফায় ক্ষমতায় ফিরেছে হাসিনার দল আওয়ামি লিগ। ভোটপ্রক্রিয়ার পর কেটে গিয়েছে ৩ মাস। কিন্তু স্বভাবতই ভারতের বিরোধিতা করে চলেছে খালেদা জিয়ার দল। এবার মে মাসে উপজেলা (বাংলাদেশে তৎকালীন মহকুমা) নির্বাচন সামনে রেখে দেশজুড়ে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে আন্দোলনের পথে হাঁটছেন দলের নেতা-কর্মীরা। যা নিয়ে বিএনপির কড়া সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন, “কতটা দেউলিয়া, উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন, কতটা রাজনৈতিক, কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বয়কটের কথা বলতে পারে একটা দল। বয়কটের নামে তারা (বিএনপি) আমাদের বাজারব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে দেশের মানুষকে কষ্ট দিতে গভীর ষড়যন্ত্র করছে।”আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ক্ষোভ উগরে আরও বলেন, “বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একুশ বছর ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করে আমাদের ক্ষতি করেছে বেশি। সম্পর্ক ভালো থাকলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিস্তা, ফেনী নদী-সহ যেগুলো এখনও সমাধান হয়নি ঠিকই কিন্তু সম্পর্ক ভালো থাকায় এগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হচ্ছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির দিকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রী বলেন, “একজন নেতা নিজের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারতীয় পণ্য বয়কটের নিদর্শন তুলে ধরেছেন। এটা কতটা অবাস্তব? এটা কী করে সম্ভব? আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটা বড় অংশ ভারত থেকে আসে। এর সুবিধাও আছে। এতে পরিবহণ খরচ অনেক কম হয়।” ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে আওয়ামি লিগের কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বলেন, “ঢাকায় ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে সমাবেশ করব। মহানগর উত্তর ও দক্ষিণেও সভার আয়োজন করা হবে। আমাদের একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য দাবি আরও জোরদার করব।”

মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ আসানসোলে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

বর্ধমানের গ্রামগুলিতে যুগ যুগ ধরে বসবাস করছেন অসংখ্য উপজাতি এবং তপশিলি জাতি যেমন সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ , মাল পাহাড়ি, মাহাতো বাউড়ি, বাগদী, ডোম ইত্যাদি। এঁরা সবাই মিলে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। যার ভাষা রাঢ়ের প্রচলিত বাংলা, আর পুজো অর্চনার মধ্যে সর্বজাতি সমন্বয়ের চমৎকার প্রকাশ দেখা যায়। তাই এখানে করম পুজো, ধরম পুজো, ধ[illegible] পুজো, মনসা পুজো, ভাদু, টুসু, ইতু ইত্যাদি অসংখ্য পুজো প্রথার সঙ্গে প্রচলিত অগুনতি লৌকিক দেব দেবীর পুজো। যেমন ওলাই চন্ডী, মঙ্গল চন্ডী, উরণচন্ডী, উদ্ধার চন্ডী, নাটাই চন্ডী, অলকা চন্ডী এমন কি হাড়ি ঝি চন্ডী অবধি আছেন। এখন অবধি প্রায় ১০৩ টি চন্ডীর খোঁজ পাওয়া গেছে। কোথাও তিনি গ্রাম দেবী, কোথাও কূল দেবী আবার কোথাও গৃহ দেবী।

সাধারণত নানা রকম প্রতীকে চন্ডী পুজো হয়- ১) খোদিত শিলা মূর্তি , ২) অ- খোদিত শিলা খন্ড, ৩)মাটির ঢেলা, ৪) লাল ঘোড়া, ৫) বৃক্ষ পুজো , ৬) মাটির মূর্তি, ৭)) ধাতু মূর্তি, ইত্যাদি।বাংলার লৌকিক দেব দেবীর থান মাহাত্ম্য কিন্তু অসাধারণ। তাই জাত পাত এমনকি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ এখানে জমায়েত হয়, মানতের ব্রত রাখে, পুজো করে, এমন কি কোন কোন থানে পশু বলিও হয়।

ঘাগরবুড়ির চন্ডীমন্দির যে শুধু অতি প্রাচীন, তাই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান এবং কিংবদন্তি।এই নিয়ে কথা হচ্ছিল ঘাগরবুড়ি চন্ডীমাতার সেবাইত, এই মন্দিরের স্বর্গীয় বড় ঠাকুরের পৌত্র সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর সঙ্গে।উনার মুখে এবং নেট ঘেঁটে যা জেনেছি, পেশ করছি সেই গা ছমছমে উপাখ্যান। একথা লিখতে বসে মনে পড়ছে ইংরেজরা এদেশে এসে কলকাতা, সুতানটি আর গোবিন্দপুর নিয়ে তৈরি করলো ওক্যালকাট্টা। তাও খুব বেশি হলে সোয়া তিনশো বছর আগে। বনিকদের হাতে তৈরি কলকাতা। সেদিক থেকে প্রায় ছ'শো বছর আগে থেকেই আসানসোল, বর্ধমান মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। তখন কলকাতা কোথায়? তাই আসানসোলের ইতিহাসটা একটু অন্য রকম। আর একটা আকর্ষণ হল অন্ডালের কাছেই আছে মির্জা গিয়াস বেগের পরিবারের বাড়ি। বেশিরভাগ সময় গিয়াস বেগ বর্ধমানেই থাকেন। জাহাঙ্গীর আসানসোলে আসার আগেই গিয়াস বেগকে খবর দেন। সম্রাটের ছেলেকে একটু খাতির তো কটতেই হয়। তাই অন্ডালে তার বাড়িতে দাওয়াত দিতেই হয়। ওই দাওয়াতে এসে চিকের ওপাশে গিয়াস বেগের মেয়ে মেহেরুন্নিসাকে দেখে জাহাঙ্গীর তো ফিদা হয়ে গেছেন। এই মেয়েকে চাই তার জীবনে। গিয়াস বেগ পড়েন মহা সমস্যায়। মেয়েকে সব দিক থেকে তৈরি করেছেন। পড়াশোনা, শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা সব শিখিয়েছেন। শেষে কিনা এক লম্পটের হাতে তুলে দিতে হবে তার প্রাণের মেয়েটাকে? ওদিকে সৈন্য, বরকন্দাজ, পারিষদ সবাইকে নিয়ে চলেন ভাবি সম্রাট জাহাঙ্গীর। তার খাস রক্ষীরা সব রাজস্থানের উগ্রক্ষত্রিয়। তারা ভাগ করে থাকে আসানসোল আর বর্ধমানে। তারাই পরবর্তীকালে 'আগুরী'। সামন্ত, রায়, কোনার এরা। তারা বিশ্বাসী। তাই আসানসোল, অন্ডাল, বর্ধমান, কাটোয়ায় তাদের জমি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা হল। আসানসোলের উঁচু জায়গা পছন্দ করা হল। এখানে থাকবে পল্টনরা। তারা নজর রাখবে। তাই ওই জায়গাটার নাম হয়ে গেল পল্টন ডাঙ্গা আর চেলিয়াডাঙা। ইংরেজ আমলে ওই পল্টনডাঙা হয়ে গেল আপকার গার্ডেন। তেমনি শহরের উত্তরে তৈরি হল ছোট ছোট জনপদ। মুৎসুদ্দি পাড়া ওরফে মুসুদ্দি পাড়া, কসাই মহল্লা, জাহাঙ্গীরী মহল্লা ওরফে ঝিংড়িমহল্লা ইত্যাদি। তবে সম্রাট আকবরের সময় থেকেই শুরু করি। দিল্লি থেকে ঢাকা পর্যন্ত খাজনা তুলতেন আকবরের প্রিয় পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর। তার প্রেমিক মনের জন্য সম্রাট আকবরকে কি না করতে হয়েছে! আনারকলিকে জ্যান্ত কবর দিতে হয়েছে। জাহাঙ্গীরের উনিশটা বিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু জাহাঙ্গীর শুধরায়নি। শেষে কিনা বর্ধমানের তহসিলদার মির্জা গিয়াস বেগের পনেরো বছরের মেয়েটার ওপরেও নজর দিয়েছে! কি না করেছেন ছেলের জন্য? ওর যাতে রাজ্যপাটে মতিগতি আসে তার জন্য ঢাকা শহরের নামকরণ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর। সেই জাহাঙ্গীরনগরে যাওয়ার পথ তো আসানসোল, অন্ডাল, বর্ধমান হয়ে। এখনকার শের শাহ সুরী রোড। আসান গাছের জন্য এই জায়গাটার নাম। ঠাসা পাতা আর লালফুলের গাছ আসান। তখন রাস্তার ধারে ধারে অনেক আসান গাছ। জায়গাটাও নিরিবিলি। জাহাঙ্গীরের খুব পছন্দের জায়গা। আসানসোলে উগ্রক্ষত্রিয়রা যেখানে থাকার জায়গা খুঁজলো তা হল আসানসোল গ্রাম। এখনও আছে সেই সময়ের বড় বড় কুয়ো। আপকার গার্ডেনেও আছে একটি। আসানসোল গ্রামে বসতো জাহাঙ্গীরের বড় তাবু। এইসব দেখে গিয়াস বেগ চিঠি পাঠালেন সম্রাট আকবরকে। চিন্তিত আকবর গিয়াস বেগকে পরামর্শ দিলেন, “তোমার ওখানেই আছে এক বীর সেনাপতি আলি কুলি ইসতালজু ওরফে শের আফগান আছে । তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। ও নিরাপদে থাকবে। গিয়াস বেগ তার ১৭ বছরের মেয়ে মেহেরুন্নিসার নিকহা করে দিলেন শের আফগানের সঙ্গে। বুকটা ফেটে গেল জাহাঙ্গীরের। সেই যন্ত্রণা নিয়ে দিল্লিতে যখন ছটফট করছেন তখনই ১৬১১ সালে সম্রাট আকবরের দেহাবসান হল। দিল্লির মসনদে বসলেন জাহাঙ্গীর। আবার তার মনে সেই বাসনাটা প্রবল হল। মেহেরুন্নিসাকে চাই তার জীবনে। কিন্তু সেতো এখন শের আফগানের স্ত্রী এবং তাদের একটা কন্যা হয়েছে, লাডলি। এর মধ্যে শের আফগানের পদোন্নতি হয়েছে। সে এখন বর্ধমানের জাহগিরদার। পরিবার নিয়ে বর্ধমানেই থাকে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

লাট্যায়ণের শ্রৌতসূত্র মতে, সরস্বতী নামক নদী পশ্চিম মুখে প্রবাহিতা, তার প্রথম ও শেষভাগ সকলের প্রত্যক্ষ গোচর, মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন যা কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয়। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও কচ্ছ ও দ্বারকার কাছে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

ক্রমশঃ

৩ পাতার পর

স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ একটি বিশেষ কম্যান্ডো ফোর্স যারা প্রধানমন্ত্রী সহ তার পরিবারের সুরক্ষা দেয় দেশে এবং বিদেশেও

সুরক্ষা দেওয়া হত তবে ২০১৯ সালে এই নিয়ম পরিবর্তন হয়।

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয় কিন্তু ১৯৮৯ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায় তখন নতুন প্রধানমন্ত্রী হয় ভিপি সিং, এরপর কে চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হয় এবং শেষপর্যন্ত ১৯৯১ সালে কংগ্রেস সরকার আসে এবং পি ভি নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হয়। তবে নির্বাচনের আগে একটা ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কা যায় সেখানে তাকে সুইসাইড বোম্বিং এ হত্যা করা হয়। মাত্র সাত বছরের মধ্যে আমরা ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মতন দুটো বড় বড় নেতাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এসপিজির আয়তন বাড়ানো হবে। সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স বা সিএপিএফ এর এর পরীক্ষা হয় যাতে ভারতের পাঁচ বাহিনী যুক্ত এখান থেকেই এসপিজি নিয়োগ হয়। বর্তমানে আইপিএস অরুন কুমার সিনহা এসপিজির ডিরেক্টর। শুরুতে ১৯৮৮ সালে যখন এসপিজি নিয়োগ করা হয় তখন ৯০০ জন কে নিয়োগ করা হয়েছিল। এখন ৩০০০ এসপিজি রয়েছে। সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের পাচ বছর সবচেয়ে ভাল সার্ভিস দেওয়ার পর কাউকে এসপিজি হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এক জন ডিজিপি র‍্যাঙ্কের আইপিএস অফিসার এসপিজি কম্যান্ড করে।

প্রধানমন্ত্রী এয়ার ইন্ডিয়া ১ নামে বিশেষ বিমান ব্যবহার করে। প্রধানমন্ত্রী যখন এয়ারপোর্টে বা কোথাও যান ওনার সাথে ১৫-২০ টি গাড়ির কনভয় থাকে যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে এসপিজির উপর। প্রধানমন্ত্রী মার্সেডিজ বেঞ্জের নতুন ১১ সিরিজের দুটি মেব্যাক এডিশন ব্যাপার করে যার এক একটার দাম প্রায় ১২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহার করা গাড়ির মত আরও দুটো ডামি গাড়ি তৈরি করা হয় যাতে বাইরের কেউ বুঝতে না পারে প্রধানমন্ত্রী কোন গাড়িতে আছেন। এই কনভয়ে ৬-৮ টি বিএমডব্লিউ সেভেন সিরিজ, ফরচুনার ও রেঞ্জ রোভার গাড়ি থাকে। এছাড়াও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এই কনভয় কে কভার করে। একজন এসপিজির কম্যান্ডোর চোখে বিশেষ গ্লাস থাকে, কিন্ত জানেন কী কেন থাকে? কারন যাতে রোদ এবং অন্য কিছু তাদের লক্ষ্য নষ্ট করতে না পারে। একটা জিনিস শুনে অবাক হবেন যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের হারের অন্যতম বড় কারন ছিল এই রোদ। রোদ একদম সামনে ভিতর বিশেষ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট থাকে এবং হাতে থাকে বেলজিয়ামের তৈরি এফ এন পি ৯০ বন্দুক, যার রেঞ্জ ২০০ মিটার এবং বেলজিয়ামের তৈরি বিশেষ এফ এন ২০০০ অ্যাসল্ট রাইফেল। এছাড়াও তাদের কাছে বেলজিয়ামের তৈরি এফ এন ৫-৭ হ্যান্ড গান থাকে যাতে ৫.৭দ্ধ২৮ মিলিমিটার কার্তুজ থাকে, এর রেঞ্জ ৫০ মিটার। এসপিজি কম্যান্ডোদের জুতো, এলবো ও নিপ্যাড পর্যন্ত বুলেটপ্রুফ। এদের কানে ও হাতে বিশেষ কমিউনিকেশন ডিভাইস রয়েছে। এছাড়া এসপিজির কাছে রয়েছে বিশেষ একটি ব্যালেস্টিক শিল্ড। হঠাত গুলি চললে প্রধানমন্ত্রীর সামনে ফেলে দেওয়া হয় এটা, যা বুলেট গার্ড করে। ২০২১-২১ এ এসপিজির মোট বাজেট প্রায় ৫৯৩ কোটি টাকা, অর্থাত প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় প্রতিদিন প্রায় ১.৬২ কোটি টাকা খরচ হয়।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কাজ পাচ্ছেন না এই অভিনেত্রী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কর্মহীন জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। তবু নিজেকে ঘরবন্দি রাখতে চাইছেন না বলিউড অভিনেত্রী পূজা বাত্রা। অনেকদিন ধরে তিনি প্রবাসী। এরপরও মাতৃভূমি আর বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতটুকু কমেনি। সে কারণেই আরও একবার মার্কিন মুলুক ছেড়ে ফিরেছেন ভারতে। আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষায় যোগাযোগ শুরু করেছেন বলিউড প্রযোজক, পরিচালকদের সঙ্গে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, অনিল কাপুর, অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠিসহ নব্বইয়ের দশকের প্রথম সারির বলিউড অভিনেতাদের বিপরীতে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে পূজার। এরপরও এখন আর কোনো ছবির জন্য ডাক পড়েনা তাঁর। যে কারণে অনেকদিন ধরে বেকার সময় পার করছিলেন এই অভিনেত্রী। কিন্তু এই বেকার জীবন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছুটে আসতে একমুহূর্ত দ্বিধা করেননি তিনি। ফেরার পথে বিমানবন্দরে পাপারাজ্জিদের মুখোমুখি হয়েছেন।

এদিন ক্যামেরায় সামনে হাসিমুখে পোজ দিলেও অভিনয় প্রসঙ্গে মনের তিক্ততা গোপন করে রাখেননি। বলিউডের বিরুদ্ধে ছুড়ে দিয়েছেন বিস্ফোরক মন্তব্য। সোজাসাপ্টা বলেছেন,ওআমি বলিউডে কাজ করতে চাই। কাজের সন্ধানে দিগ্বিদিক ছুটেছি, যোগাযোগ করেছি পরিচিত থেকে শুরু করে নতুন নির্মাতাদের সঙ্গেও। কিন্তু কেউ কাজ দেননি। এখন যেকোনো চরিত্রে কাজের জন্য আমি প্রস্তুত। এরপরও আমাকে কেউ কাজ দিচ্ছেন না। একজন অভিনেত্রীর জন্য এই সত্যিটা মেনে নেওয়া কত কষ্টের, তা বলে বোঝানো যাবে না। তবে আমি আশাহত হইনি। নিজের কাজের প্রতি আস্থা আছে বলেই বিশ্বাস করি, ভালো কিছু করে দেখানোর সুযোগ চিরতরে শেষ হয়ে যায়নি।'

১৯৯৫ সালে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন পূজা বাত্রা। আলোচনায় আসেন ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউড সিনেমা 'বিরাসত' দিয়ে। এরপর 'ভাই', 'সাজিস', 'হাসিনা মান জায়েগি', 'ইত্তেফাক', 'কাহি পেয়ার না হো যায়ে', 'নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো' সহ বলিউড এবং দক্ষিণ ভারতীয় আরও বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করে দর্শক মনোযোগ কেড়েছিলেন এই অভিনেত্রী।

জটিলতা কাটিয়ে মধুবালার বায়োপিক, কে হচ্ছেন নায়িকা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কয়েক বছর ধরে বলিউডের অন্যতম সুন্দরী নায়িকা মধুবালার বায়োপিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এবার প্রয়াত এই অভিনেত্রী বায়োপিক তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ছবির নামও রাখা হয়েছে 'মধুবালা'।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মধুবালার বায়োপিক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলিউডের গুণী নির্মাতা ইমতিয়াজ আলী। মধুবালার বোন মধুর ব্রিজ ভূষণ এ নির্মাতাকে এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) দিয়েছিলেন। তাই তাকে নিয়ে বায়োপিক নির্মাণে কোনো আইনগত বাধা ছিল না। কিন্তু মধুবালার আরেক বোন কানিজ বুলসারা এনওসি না দেওয়ায় জটিলতা তৈরি হয়। তবে সব জটিলতার অবসান ঘটিয়ে মধুবালার বায়োপিক নির্মাণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এসেছে।

১৫ মার্চ পরিচালক জসমিত কে রিন তার ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে মধুবালার বায়োপিক নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ সিনেমাটি তিনিই নির্মাণ করবেন।

মধুবালার বায়োপিকে নামভূমিকায় কে অভিনয় করবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নেট দুনিয়ায় চর্চা শুরু হয়েছে। অনুরাগীদের একাংশের মতে এই চরিত্রে আলিয়া ভাটই শ্রেষ্ঠ নির্বাচন হতে পারেন। আবার টাইমস অব ইন্ডিয়ার দাবি করেছে মধুবালা চরিত্র রূপায়ন করবেন কৃতি স্যানন। যদিও নির্মাতারা আনুষ্ঠানিকভাবে কার নাম ঘোষণা করেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

নতুন ছবির ঘোষণা করে নির্মাতা কে রিন লিখেছেন, 'মধুবালার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে আমাদের পরবর্তী ছবির ঘোষণা করতে পেরে আমরা গর্বিত। বলিউডের বৈগ্রহিক অভিনেত্রীর চিরকালীন আবেদন ও অজানা আখ্যান জানতে প্রস্তুত হন।'

১৯৪২ সালে 'বসন্ত' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন মধুবালা। ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত 'চালতি কা নাম গাড়ি', 'কালা পানি' ছবি। তবে দু'বছর পরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মুঘল এ আজম' ছবিতে আনারকলি চরিত্রে তার অভিনয়কে কেরিয়ারের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেন অনেকে। বিবাহসূত্রে কিশোর কুমারের সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিলেন মধুবালা। কিন্তু মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

আমাকে বিয়ে করতে অনেক ধনী ব্যক্তিই রাজি ছিলেন : শিল্পা শেঠি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারে সাফল্যের চূড়ায় থাকা অবস্থায় ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রাকে বিয়ে করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি। বিয়ের পর থেকে এক ছাদের নিচে কাটিয়ে দিয়েছেন ১৪টি বছর। কিন্তু বছর দুয়েক আগে তাদের দাম্পত্যজীবনে রীতিমতো ঝড় নেমে আসে। ২০২১ সালে পর্নোগ্রাফি মামলায় নাম জড়ায় রাজের। যার জেরে দীর্ঘ সময় হাজতবাসও হয় তার। যদিও পরবর্তীতে জামিন পেয়ে গেল বছর থেকে কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছেন রাজ।

তবে এত বিতর্কের মাঝেও ধর্নাঢ্য ব্যবসায়ীকে বিয়ের জন্য শিল্পাকে শুনতে হয়েছে রাজের টাকার জন্যই নাকি বিয়ে করেছেন তিনি। এমনকি 'গোল্ডডিগার' তকমাও পেতে হয়েছে অভিনেত্রীকে।

যে কারণে ক্যাটরিনাকে খুব পছন্দ তার শাশুড়ির

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : খাদ্যাভাসের কারণে পুত্রবধূ ক্যাটরিনা কাইফকে খুবই পছন্দ করেন ভিকি কৌশলের মা ভিনা কৌশল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন ভিকি।

অভিনেতার ভাষ্য, সবজি খেতে পছন্দ করেন না তিনি। এ নিয়ে তার মায়ের আফসোসের শেষ নেই। তবে ব্যতিক্রম ক্যাটরিনা। প্রায় সব ধরনের সবজিই পছন্দ করেন ক্যাটরিনা। আর তাই পুত্রবধূকে নিয়ে বেজায় খুশি শাশুড়ি। সম্প্রতি দুজনের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলেছেন ভিকি কৌশল।

ভিকি বলেন, 'ক্যাটরিনা আমার চেয়ে বেশি ভেজিটেরিয়ান। ও সাধারণ খাবার পছন্দ করে। আমার মা খুব খুশি হন ও বাসায় থাকলে। কারণ তিনি আমাদের দুই ভাইকে লাউ ও ঝিঙে খাওয়াতে পারেননি। এখন তার পুত্রবধূ এগুলো প্রতিদিন খায়।'

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে রাজস্থানে চার হাত এক হয়েছিল ভিকি-ক্যাটরিনা। আগামীতে 'ছাবা' ছবিতে দেখা যাবে অভিনেতাকে। অন্যদিকে ক্যাটরিনাকে সবশেষ দেখা গেছে টাইগার থ্রি সিনেমায়।

জি সিনে অ্যাওয়ার্ডে সেরার পুরস্কার পেলেন শাহরুখ-রানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জি সিনে অ্যাওয়ার্ডের এবারের আসরে সেরার খেতাব উঠেছে শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জীর হাতে। সেই সাথে আরও একাধিক তারকার হাতেও উঠেছে পুরস্কার।

গত রোববার অনুষ্ঠিত ২০২৪ সালের জি সিনে অ্যাওয়ার্ডে শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জী সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। সেই সাথে সানি দেওল এবং কিয়ারা আদভানি পেয়েছেন ভিউয়ার্স চয়েজ অ্যাওয়ার্ড।

কিয়ারা আদভানি গতকাল সোমবার রানি মুখার্জীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, 'সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলাম আমার পছন্দের অভিনেত্রীর সঙ্গে। ধন্যবাদ জি সিনে অ্যাওয়ার্ড আমায় সেরা অভিনেত্রী ভিউয়ার্স চয়েজ অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। যারা যারা আমায় ভোট দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ।'

কার্তিক আরিয়ানও এদিন একটি ছবি পোস্ট করেছেন ট্রফির সঙ্গে। তিনি পেয়েছেন পারফর্মার অব দ্য ইয়ারের খেতাব।

২০২৩ সালটা শাহরুখ খানের বছর ছিল। একসঙ্গে তিনি তিন তিনটি ব্লকবাস্টার হিট সিনেমা উপহার দিয়েছিলেন। তার গত বছর মুক্তি পাওয়া ছবি জওয়ান এবারের জি সিনে অ্যাওয়ার্ডে একাধিক খেতাব জয় করেছে। এই ছবিটি সেরা ফিল্ম, সেরা মিউজিক, সেরা ভিএফএক্স, সেরা অ্যাকশন, ইত্যাদি পুরস্কার পেয়েছে।

অন্যদিকে অরিজিৎ সিং ঝুমে জো পাঠান গানটির জন্য সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। আর এই ছবির আরেকটি গানের বেশরম রংয়ের জন্য সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার নারীর পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পা রাও।

পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা-

সেরা অভিনেতা পপুলার চয়েজ: শাহরুখ খান (জওয়ান এবং পাঠান), সেরা অভিনেতা ভিউয়ার্স চয়েজ: সানি দেওল (গদর ২), সেরা অভিনেত্রী পপুলার চয়েজ: রানি মুখার্জী (মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে), সেরা অভিনেত্রী ভিউয়ার্স চয়েজ: কিয়ারা আদভানি (সত্যপ্রেম কী কথা), পারফর্মার অব দ্য ইয়ার: কার্তিক আরিয়ান (সত্যপ্রেম কী কথা) এবং অনন্যা পাণ্ডে (খো গয়ে হাম কাহা)।

এছাড়াও সেরা ফিল্ম: জওয়ান, সেরা মিউজিক: জওয়ান, সেরা ভিএফএক্স: রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট (জওয়ান), সেরা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: অনিরুদ্ধ (জওয়ান), সেরা মিউজিক ডিরেক্টর: অনিরুদ্ধ (জওয়ান), সেরা ডায়লগ: সুমিত আরোরা (জওয়ান), সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার: অরিজিৎ সিং এবং শিল্পা রাও (পাঠান), সেরা লিরিক্স: কুমার (চালেয়া জওয়ান), সেরা কোরিওগ্রাফি: বস্কো মার্টিস (পাঠান), সেরা কস্টিউম ডিজাইন: মণীশ মালহোত্রা (রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি), সেরা গল্প: অ্যাটলি (জওয়ান)।

কোহলিকে নিয়ে
বোর্ডের সঙ্গে রোহিতের দ্বন্দ্ব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শিরোনাম দেখে অনেকেই ভেবে বসতে পারেন - 'শত্রু' বিরাট কোহলিকে ছেঁটে ফেলতে হয়তো উঠে পড়ে লেগেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। কিন্তু ঘটনা উল্টো। বোর্ডের একটি অংশ কোহলিকে বাদ দিতে চাইছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন রোহিত।

'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, সচিব জয় শাহসহ বিসিসিআই কর্তাদের বড় একটা অংশ আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলিকে দলে রাখার পক্ষে নন। কিন্তু রোহিত শর্মা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোহলিকে তাঁর চাই-ই।

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে কোহলিকে বাদ দেওয়া হতে পারে এ খবর কানে যাওয়া মাত্রই নাকি জয় শাহকে ফোন করেন রোহিত শর্মা। তিনি নাকি বোর্ড সচিবকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যে কোনো মূল্যে বিশ্বকাপ দলে কোহলিকে চান তিনি। এক্সে পোস্ট দিয়ে এমন দাবি করেছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। সূত্রের খবর, বোর্ড কর্তাদের একাংশের দাবি উইন্ডিজের মন্থর উইকেটে কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে কোহলির ভালো করার সম্ভাবনা কম। ব্যাটে ভালোভাবে বল আসে এমন উইকেটে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন কোহলি। প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারকে এ বিষয়টি কোহলিকে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে আইপিএলে পারফরম্যান্স দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিসিসিআইর ওই অংশটি আরও দাবি করেন, কোহলি এখন টি২০ দলের চাহিদা মেটাতে পারছেন না। এই ফরম্যাটে মানিয়ে নিতে তাঁর কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া ২০২২ সালের বিশ্বকাপের পর থেকে তিনি দেশের হয়ে কোনো টি২০ খেলেননি।

বোর্ড কর্তাদের এসব যুক্তি মানতে নারাজ রোহিত। জয় শাহকে এ ব্যাপারে রোহিত সাফ জানিয়ে দেন, 'কোহলিকে আমার চাই-ই। কোহলি টি২০ বিশ্বকাপে খেলবে। এটা দল নির্বাচনের যথেষ্ট আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে হবে।'

বোর্ড সচিবের সঙ্গে রোহিতের ফোনালাপের বিষয়টি প্রকাশ করেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য কীর্তি আজাদ। সামাজিক মাধ্যমে জয় শাহর সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'জয় শাহ কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? তিনি তো নির্বাচক নন। এই দায়িত্বটা অজিত আগারকারকেই দেওয়া উচিত। অন্য নির্বাচকদের সঙ্গে আগারকার আলোচনা করুক। তাদের আগারকার বোঝাক, টি২০ দলে কোহলির প্রয়োজন নেই!'

বোর্ড কর্তাদের কখনও দল নির্বাচনের অংশ হওয়া উচিত নয় বলেও মনে করছেন তিনি। আজাদের দাবি, কোহলিকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে অন্য নির্বাচকদের রাজি করাতে আগারকারকে নাকি ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোহলিকে বাদ দিয়ে টি২০ দল ঘোষণার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি আগারকার। অন্য নির্বাচকরাও এতে সায় দেননি। এর মধ্যেই হস্তক্ষেপ করেন রোহিত শর্মা। অধিনায়ক জোরালো অবস্থান নেওয়ায় এখন আর কোহলিকে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করছেন অনেকে। এই বিতর্কের মধ্যেই গতকাল ইংল্যান্ড থেকে স্ত্রী আনুশকা শর্মা, কন্যা ভামিকা ও সদ্যোজাত পুত্র অকায়েকে নিয়ে দেশে ফিরেছেন কোহলি।

এবার ইনজুরিতে ব্রাজিলের গ্যাব্রিয়েল, ডাক পেলেন যিনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের সামনে ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে বড় দুই ম্যাচ। ম্যাচ দুটি যথাক্রমে ২৪ ও ২৭ মার্চ মাঠে গড়াবে। হারের বৃত্ত থেকে বের হওয়ার চ্যালেঞ্জ ব্রাজিলের নতুন কোচ ডরিভাল জুনিয়রের। কিন্তু একের পর এক ইনজুরিতে টালমাটাল তার ব্রাজিল দল। ইনজুরি নিয়ে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলের অধিনায়ক কাসেমিরো। তার জায়গায় পোর্তোর পেপে দলে ডাক পেয়েছেন। দুই গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার ও এদেনসন মোরালেস ইনজুরিতে। গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ইনজুরি নিয়ে ছিটকে গেছেন। দলে ডাক পাওয়ার পরও ইনজুরি নিয়ে বাইরে চলে গেছেন পিএসজি ডিফেন্ডার মার্কুইনোস। এবার ইনজুরিতে দলের ক্যাম্প থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আর্সেনালের ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাঘালহায়েস। তার জায়গায় জুভেন্টাসের ডিফেন্ডার ব্রেমার দলে ডাক পেয়েছেন। ব্রাজিলের দল: গোলরক্ষক: বেন্তো (অ্যাথলেটিকো পারানায়েনসে), লিও জার্ডিন (ভাস্কো দা গামা), রাফায়েল (সাও পাওলো)। ডিফেন্ডার: দানিলো (জুভেন্টাস), ইয়ান কৌটা (জিরোনা), আয়ারটন লুকাস (ফ্লামেঙ্গো), ওয়েনডেল (পোর্তো), বেরাল্ডো (পিএসজি), ব্রেমার (জুভেন্টাস), ফ্যাবরিকো ব্রুনো (ফ্লামেঙ্গো), মুরিলো (পালমেইরাস)। মিডফিল্ডার: আন্দ্রে (ফ্লুমিনেন্স), আন্দ্রেস পেরেইরা (ফুলহ্যাম), ব্রুনো গিমারেজ (নিউক্যাসল), ডগলাস লুইস (অ্যাস্টন ভিলা), জোয়াও গোমেজ (উলভস), লুকাস পাকুয়েতা (ওয়েস্ট হ্যাম), পাবলো মায়া (সাও পাওলো)। ফরোয়ার্ড: এনড্রিক (পালমেইরাস), পেপে (পোর্তো), গ্যালেনো (পোর্তো), রাফিনহা (বার্সেলোনা), রিচার্লিসন (টটেনহ্যাম), রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিয়াস (রিয়াল মাদ্রিদ), সাভিও (জিরোনা)।

এমবাপের হ্যাটট্রিকে পিএসজির গোল উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিগ আঁতে তিন ম্যাচ পর জালের দেখা পেলেন কিলিয়ান এমবাপে। ছড়ালেন হ্যাটট্রিকের আলো। তার দারুণ নৈপুণ্যের দিনে জয়ের পথে ফিরল পিএসজি।

মোঁপেলিয়ের মাঠে ১৭ মার্চ রাতে ৬-২ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। তাদের অন্য তিন গোলদাতা ভিতিনিয়া, লি কাং-ইন ও নুনো মেন্দেস। তিন ম্যাচ পর ঘরোয়া লিগে জয়ের স্বাদ পেল পিএসজি।

ম্যাচের চতুর্দশ মিনিটে পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ভিতিনিয়ার গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। কিছুক্ষণ পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এমবাপে। ২২তম মিনিটে সতীর্থের পাস পেয়ে দুরূহ কোণ থেকে গোলটি করেন তিনি। আট মিনিট পর ব্যবধান কমিয়ে লড়াই জমিয়ে তোলার আভাস দেন ফরাসি ফরোয়ার্ড নর্দিন। বিরতির আগে সমতাসূচক গোলের দেখাও পায় স্বাগতিকরা; গোলটি করেন ফরাসি মিডফিল্ডার সেভেনিয়ের।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে আর কেনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি মোঁপেলিয়ে। তিন মিনিটের ব্যবধানে দুবার জালে বল পাঠিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় পিএসজি। ৫০তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে দলকে ফের এগিয়ে নেন এমবাপে। ৫৩তম মিনিটে দক্ষিণ কোরিয়ার মিডফিল্ডার কাং-ইনও বক্সের বাইরে থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন।

৬৩তম মিনিটে ভিতিনিয়ার পাস বক্সে পেয়ে ডান পায়ের শটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসি তারকা। চলতি লিগে এটি তার দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আর নির্ধারিত সময় শেষের আগের মিনিটে প্রতিপক্ষের জালে শেষ গোলটি করেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার মেন্দেস।

দারুণ এই জয়ে শিরোপা ধরে রাখার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল পিএসজি। ২৬ ম্যাচে ১৭ জয় ও আট ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৫৯। ১২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ব্রেস্ত। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে মোঁপেলিয়ে।

অবসর ভেঙে শ্রীলঙ্কার টেস্ট দলে হাসারাঙ্গা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন লঙ্কান লেগ স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। ওই অবসর ভেঙে এবং আইপিএলের শুরুর কিছু ম্যাচ মিস করে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সোমবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড হাসারাঙ্গাকে টেস্ট দলে রেখে ১৭ জনের দল ঘোষণা করেছে। ওই দলে হাসারাঙ্গার সঙ্গে আছেন অফ স্পিনার নিশান পেরিস। হাসারাঙ্গা ২০২৩ সালের আগস্টে টেস্ট না খেলার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সিলেটে ২২ মার্চ প্রথম এবং ৩০ মার্চ চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে। শেষ টেস্ট পঞ্চম দিনে গেলে সানরাইডার্স হায়দরাবাদের প্রথম তিন ম্যাচ মিস করবেন হাসারাঙ্গা। হায়দরাবাদ তাকে ১.৫ কোটি রুপি দিয়ে কিনেছে। শ্রীলঙ্কার টেস্ট দল: ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, কুশল মেন্ডিস, দিমুথ করুনারত্নে, নিশান মাদুশাঙ্কা, অ্যাঞ্জেল ম্যাথুস, দিনেশ চান্দিমাল, সাদেরা সামারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, লাহিরু উদারা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, প্রবাথ জয়সুরিয়া, রামেশ মেন্ডিস, নিশান পেরিস, কাশুন রাজিথা, বিশ্ব ফার্নান্দো, লাহিরু কুমারা, চামিকা গুনাসেকারা।

কোপার আগে চোটের কোপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এ বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসবে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। যে টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ১৬ দল। এর মধ্যে ফেভারিট ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়েসহ কয়েকটি দেশ। যাদের খেলোয়াড়রা নিয়মিত পড়ছেন চোটের কবলে। সর্বশেষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন্স আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসিও ইনজুরির কোপে পড়েছেন। সেই সঙ্গে ব্রাজিলের চোটের লাইন হয়েছে আরও লম্বা। দুই গোলকিপার এডারসন এবং অ্যালিসন বেকারের পর এবার মাঝমাঠের অভিজ্ঞ মুখ ক্যাসেমিরোও গেলেন ছিটকে। অবশ্য এই তিনজন কোপা শুরুর আগেই ফিট হয়ে যাওয়ার কথা। কেবল নেইমারকে পাবে না ব্রাজিল। পায়ের চোট নিয়ে লম্বা সময় ধরে ভুগছেন তিনি। এ জন্য চিকিৎসকের ছুরির নিচেও যেতে হয়েছিল। এখন চোট পরিচর্যায় ব্যস্ত। এমন বড় দলগুলোর বেশির ভাগই চোটের শঙ্কায় শঙ্কিত। কখন কোন খেলোয়াড় চোটে পড়েন বলা তো যায় না। কারণটা হলো তাদের সিংহভাগই আবার ইউরোপের নামিদামি ক্লাব মাতাচ্ছেন।

মেসিকে নিয়ে শঙ্কাটা জাগে কয়েক দিন আগেই, যখন ইন্টার মায়ামির হয়ে মাঠে পুরো সময় খেলার সুযোগ পাননি। তার আগেই তুলে নেওয়া হয়। এর পর কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে নাশভিল এফসিকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে মায়ামি। যে ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় এই আর্জেন্টাইন সুপারস্টার ডান পায়ে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পেয়েছেন। তিনি এমন একটা সময় চোটে পড়লেন, যখন কোপা আমেরিকার আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ২২ মার্চ এল সালভাদর এবং তার চার দিন পর কোস্টারিকার বিপক্ষে নামবে আর্জেন্টিনা। যে দুই ম্যাচে মেসির থাকাটা অনিশ্চিত। তার আগে পাওলো দিবালাও চোটে ছিটকে যান। তিনি কবে নাগাদ ফিরবেন এ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলা ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজের ফেরাটা এখনও ঠিক হয়নি। যদিও এ দুই ম্যাচের দলের সঙ্গে রাখা হবে তাঁকে। কিন্তু লিসান্দ্রোর মাঠে নামাটা এখনও নিশ্চিতনা।

এই মুহূর্তে চোট ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাদের দুই নামকরা গোলকিপার পড়েছেন এই চোটে। ডিফেন্ডার মার্কিনিউস, মিলিতাও নেই। তাদের ফেরার দিনক্ষণ এখনও অস্পষ্ট। এর মধ্যে ক্যাসেমিরো পড়লেন চোটের কবলে। সব মিলিয়ে ব্রাজিলও কোপার আগে নিজেদের যাচাই-বাছাই করার সুযোগটা পুরোপুরি পাচ্ছে না। তরুণদের নিয়েই ভাবতে হচ্ছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে
বাদ দুই ভারতীয় ক্রিকেটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কথা না শোনার শাস্তি পেয়েছেন দুই ক্রিকেটার। বোর্ডের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করায় কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন দুই আলোচিত ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ার এবং ঈশান কিশান। বুধবার সরকারি ভাবে এ ঘোষণা দিয়েছে বোর্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম টেস্টের পর দলের থেকে মানসিক সমস্যার কারণে ছুটি নিয়েছিলেন ঈশান। তার পর থেকে আর ক্রিকেট খেলতে দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে। এমনকি দুবাইয়ে গিয়ে একটি নৈশপার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কোচ, অধিনায়ক এবং বোর্ড বার বার দল থেকে বাদ যাওয়া ক্রিকেটারদের রঞ্জি খেলার কথা বলে। কিন্তু ঈশান সেসবে কান দেননি। তিনি রাজ্য সংস্থাকে জানাননি কেন রঞ্জি খেলবেন না। নিজের মতো অনুশীলন করে ডিওয়াই পাটিল টি-২০ প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। এর পরেই তাকে বার্ষিক চুক্তি থেকে বাদ দিল বোর্ড।

আরেকদিকে শ্রেয়স আইয়ারকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের মাঝে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। রান পাচ্ছিলেন না বলে বাদ দেওয়া হয় তাকে। তবুও রঞ্জি খেলার আগ্রহ দেখাননি শ্রেয়স। মুম্বই তাকে দলে রাখলেও শ্রেয়স জানান তার চোট সারেনি। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি যদিও ঘোষণা করে শ্রেয়স সুস্থ। শেষ পর্যন্ত শ্রেয়স রঞ্জি খেলবেন বলে জানান। সেমিফাইনালে মুম্বাই দলে যোগ দেবেন তিনি। বোর্ড বুধবার জানিয়ে দিয়েছে ঈশান এবং শ্রেয়সকে এই বারের বার্ষিক চুক্তিতে রাখার কথা ভাবাই হয়নি।

বুধবার লিখিত ভাবে বোর্ড জানায়, দেশের হয়ে খেলা না থাকলে রাজ্যের হয়ে খেলতেই হবে বার্ষিক চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের। না হলে শ্রেয়স এবং ঈশানের মতো অবস্থা হতে পারে তাদের।

২০২৩-২৪ মৌসুমে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে 'বি' ক্যাটাগরিতে ছিলেন শ্রেয়স। ঈশান ছিলেন 'সি' ক্যাটাগরিতে। নিয়ম মতো বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে বছরে ৩ কোটি টাকা বেতন পেতেন শ্রেয়স। ঈশান পেতেন বছরে ১ কোটি টাকা। নতুন তালিকায় নাম না থাকায় বোর্ডের কাছ থেকে বার্ষিক বেতন হিসাবে কোনও টাকা পাবেন না তারা। অবশ্য ভারতের হয়ে খেললে ম্যাচ ফি এবং দৈনিক ভাতা বাবদ নির্দিষ্ট টাকা তারা পাবেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন বছরের চুক্তিতে এতে 'এ' প্লাস ক্যাটাগরিতে দুই সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির সঙ্গে স্থান পেয়েছেন জাসপ্রিত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা। 'এ' ক্যাটাগরিতে আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল ও হার্দিক পান্ডিয়া। 'বি' ক্যাটাগরিতে রয়েছেন টি-টোয়েন্টির সেরা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেটের বাইরে থাকা রিশাভ পন্তও আছেন এই ক্যাটাগরিতে। 'বি' ক্যাটাগরিতে থাকা অন্য নামগুলো হলো- কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল ও নতুন সেনসেশন যশস্বী জয়সওয়াল।

'সি' ক্যাটাগরিতে আছেন রিংকু সিং, তিলক বার্মা, রুতুরাজ গাইকোয়াড়, শার্দুল ঠাকুর, শিভম দুবে, রবি বিষ্ণু, জিতেশ শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সাঞ্জু স্যামসন, আর্শদীপ সিং, কেএস ভারত, প্রসিধ কৃষ্ণা, আভেস খান ও রজত পতিদার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR